(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুলাই ২০২১

বাপা মোংলা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় "শুদ্ধপ্রাণ" অক্সিজেন ব্যাংকে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মোংলা আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে ১ জুলাই, ২০২১, বৃহস্পতিবার সকালে দিগরাজ বাজারে পরিবেশবাদী সংগঠন "শুদ্ধপ্রাণ" অক্সিজেন ব্যাংকে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাপা মোংলা আঞ্চলিক শাখার আহ্বায়ক, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, পশুর রিভার ওয়াটারকিপার মোঃ নূর আলম শেখ, শুদ্ধপ্রাণ এর সভাপতি দীপক চন্দ্র রায়, বাপা নেতা মোঃ আলম গাজী, শুদ্ধপ্রাণ এর লাবণ্য হালদার, জিহাদ সরদার টনি, মোল্লা শোয়েব ইসলাম সাইফ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিমুল প্রমূখ।

অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদানকালে অনির্ধারিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচলের কোন বিকল্প নাই। বক্তাগণ আরো বলেন, দিগরাজ শিল্প এলাকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের হার বেড়ে যাওয়ায় শুদ্ধপ্রাণ এর পক্ষ থেকে অক্সিজেন ব্যাংক গঠন করা হয়। এসময় সমাবেশ থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে সহায়তা করার জন্য দেশের সামর্থবানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

মোংলাঃ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর পক্ষ থেকে "শুদ্ধপ্রাণ" অক্সিজেন ব্যাংকে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করা হয়। ০১-০৭-২০২১

রামপালমূখী ভারতীয় কয়লা, বিপদাপন্ন সুন্দরবন ও ইউনেস্কো বিশ্বঐতিহ্য কমিটির আসন্ন সভা" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে ৫ জুলাই, ২০২১ সোমবার সকাল ১১:০০ টায় "রামপালমূখী ভারতীয় কয়লা, বিপদাপন্ন সুন্দরবন ও ইউনেস্কো বিশ্বঐতিহ্য কমিটির আসন্ন সভা" শীর্ষক এক ভার্চুয়ালসংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা ও সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির সভাপতি সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাশেদা কে. চৌধুরী, সহ-সভাপতি, বাপা; খুশী কবীর, মানবাধিকার কর্মী; ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাপা এবং সদস্য সচিব, সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি; অধ্যাপক এমএম আকাশ,

চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বেলা; অধ্যাপক ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, অধ্যাপক, লক হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র এবং সংগঠক, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন); রুহিন হোসেন প্রিন্স, সংগঠক, তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলী ড. রনজিত সাহু প্রমূখ। এছাড়াও ভার্চুয়াল এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ব্যক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গোলাম রহমান, সাবেক সভাপতি, বিপিআই; জেসিকা লরেন্স, বিজ্ঞানী, আর্থ জাস্টিস; নূর আলম শেখ, আহ্বায়ক, বাপা, মোংলা আঞ্চলিক শাখা প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন, যেখানে সারা বিশ্বে কয়লাভিত্তিক প্রকল্পসমূহ বন্ধ করা হচ্ছে, সেখানে রামপাল প্রকল্পের জন্য সরকার কেন ভারত থেকে নিম্নমানের কয়লাআনছে? তিনি আরো বলেন, সরকার কেন সুন্দরবন নিয়ে অসত্য তথ্য ও বক্তব্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে জাতি তা জানতে চায়।

রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, বাপা কখনো উন্নয়ন বিরোধী নয়, কিন্তু বাপা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের বিরোধী। সরকার কেন বুঝতে চায়না যে, দেশের সাধারণ মানুষ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প চায় না। ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের অনিহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া এধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না বলে তিনি মনে করেন।

খুশী কবীর বলেন, এত প্রশ্নবিদ্ধ একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারকে অবশ্যই সচেতন হওয়া দরকার। আমরা জানতে চাই, যেখানে সারা বিশ্ব কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেখানে সরকার কেনো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করছে? তিনি বলেন, আমাদেরকে এ বিষয়ে সরকার সঠিকভাবে তথ্য সরবরাহ করছে না। যতটুকু তথ্য দেওয়া হচ্ছে তাও অসংলগ্ন এবং বিচ্ছিন্ন। সরকারের মধ্যে জবাবদিহিতার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। সরকার দেশের ফুসফুস খ্যাত সুন্দরবনকে কেনো ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে তা আমরা দেশের নাগরিক হিসাবে জানতে চাই। মুষ্টিমেয় লোকের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জোর তাগাদা চলছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন সুন্দরবন রক্ষায় রামপালের স্থানীয় আন্দোলনকারীদের সাথে সারাদেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি বাপা এবং সমমনা পরিবেশপ্রেমী অন্যান্য সংগঠনকে সাথে নিয়ে সুন্দরবন রক্ষায় সারাদেশে বৃহত্তর ঐক্য গঠনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, ইউনেস্কো ২০১৯ সালে বলেছে যে, ইআইএ ছাড়া কোন কয়লাভিত্তিক সুন্দরবন করা যাবে না। কিন্তু সরকার কোনরকম যুক্তি-তর্কের ধার ধারছে না। বৈশ্বিক দিক বিবেচনা করে এ প্রকল্প দ্রুত বাতিল করা প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন। যে প্রকল্প টিকবে না তা করার কোন যুক্তি নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইআইএ মূলতঃ একটি আইওয়াশ। দেশে বিদ্যুতের ওভারক্যাপসিটি হওয়ার পরেও কেনো রামপালের মতো দূষণকারী কয়লাভিত্তিক প্রকল্প প্রয়োজন? তিনি সেই প্রশ্ন তোলেন।দেশের ১৮,৫০০ কোটি টাকা অলস বসে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে দেওয়ার জন্য মানুষ সরকারকে কেন ট্যাক্স দিবে তা তিনি জানতে চান। সরকার মূলতঃ রাজনৈতিক ইগো থেকেই এসকল প্রকল্প করছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ সকল জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের আহ্বান জানান তিনি।

অধ্যাপক ড. খালেকুজ্জামান বলেন, সিইজিআইএস এর তৈরি ইআইএ রিপোর্টটি একটি বিদ্রুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমীক্ষা বলছে, এই ইআইএ রিপোর্টটি সমস্ত আন্তর্জাতিক মান লঙ্ঘন করছে। কয়লা সত্যিই একটি নোংরা জ্বালানি এ নিয়ে কোন দ্বিমতনেই। সুন্দরবনে যা ঘটছে তা একটি ট্র্যাজেডি। ভারতে নিকটতম বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবন থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে তবে বাংলাদেশের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূরত্ব কেন সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার? বাংলাদেশের অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্র যেমন মাতারবাড়ি, পায়রা, তালতলী, কলাপাড়া সবকটিই পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে অবস্থিত। সরকারের প্রস্তাবিত কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বাংলাদেশের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ। এটা লজ্জার বিষয় যে, বাংলাদেশ সরকার কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। বিকল্প জ্বালানী শক্তি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ভাবার এখনইমূখ্য সময়।

রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, দেশের ৯৯ ভাগ মানুষ সুন্দরবনে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধের পক্ষে।ভারতীয় কয়লার মধ্য দিয়ে সুন্দরবন ধ্বংস হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সরকারের বন্ধ ঘোষিত দশটি প্রকল্পের সাথে রামপাল ও বাঁশখালী প্রকল্পও বাতিলের দাবি জানান তিনি। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ প্রকল্পসহ সকল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করা হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রকৌশলী ড. রনজিত সাহু বলেন, রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ২০১৩ সালে যে অনুমতি দেওয়া হয়, তা ছিল একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এটি ভুল কথা যে, কয়লা একটি পরিষ্কার জ্বালানি। প্রচলিত যে ধরনেরই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হউক না কেনো, কয়লা জ্বালানি হিসাবে পরিবেশ দূষণই করবে। পরিবেশ ছাড়পত্রে সরকার বলছে, উন্নতমানের কয়লা ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা হবে। ভারতীয় কয়লা ব্যবহারের কথা উল্লেখ না থাকলেও এখন সেখান থেকেই নিম্নমানের কয়লা আনা হচ্ছে। ভারতীয় যে কয়লা আনা হচ্ছে তাতে অন্ততঃ ৩০ ভাগ ছাই থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে কয়লা আনা হচ্ছে তা পোড়ানো হলে তার তিনভাগের একভাগ সরাসরি বর্জ্যে পরিণত হবে। রামপাল কর্তৃপক্ষ দাবি করছে যে, এখন ৪৫ হাজার টন নিম্নমানের কয়লা আনা হচ্ছে কয়লা রাখার উঠান তৈরি করার জন্য। তার অর্থ হলো, পরিবেশ ছাড়পত্র নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সাথে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি দূষণ কমায় না উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের জানতে হবে যে, আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি মানে হচ্ছে অধিক চাপে এবং তাপে কয়লা পোড়ানো হবে আর তাতে কয়লার ব্যবহার কিছুটা কমবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে দূষণ কমা-বাড়ার কোন সম্পর্ক নেই। এই প্রযুক্তির নাম ব্যবহার করে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে

চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বেলা; অধ্যাপক ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, অধ্যাপক, লক হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র এবং সংগঠক, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন); রুহিন হোসেন প্রিন্স, সংগঠক, তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলী ড. রনজিত সাহু প্রমূখ। এছাড়াও ভার্চুয়াল এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ব্যক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গোলাম রহমান, সাবেক সভাপতি, বিপিআই; জেসিকা লরেন্স, বিজ্ঞানী, আর্থ জাস্টিস; নূর আলম শেখ, আহ্বায়ক, বাপা, মোংলা আঞ্চলিক শাখা প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন, যেখানে সারা বিশ্বে কয়লাভিত্তিক প্রকল্পসমূহ বন্ধ করা হচ্ছে, সেখানে রামপাল প্রকল্পের জন্য সরকার কেন ভারত থেকে নিম্নমানের কয়লাআনছে? তিনি আরো বলেন, সরকার কেন সুন্দরবন নিয়ে অসত্য তথ্য ও বক্তব্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে জাতি তা জানতে চায়।

রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, বাপা কখনো উন্নয়ন বিরোধী নয়, কিন্তু বাপা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের বিরোধী। সরকার কেন বুঝতে চায়না যে, দেশের সাধারণ মানুষ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প চায় না। ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের অনিহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া এধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না বলে তিনি মনে করেন।

খুশী কবীর বলেন, এত প্রশ্নবিদ্ধ একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারকে অবশ্যই সচেতন হওয়া দরকার। আমরা জানতে চাই, যেখানে সারা বিশ্ব কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেখানে সরকার কেনো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করছে? তিনি বলেন, আমাদেরকে এ বিষয়ে সরকার সঠিকভাবে তথ্য সরবরাহ করছে না। যতটুকু তথ্য দেওয়া হচ্ছে তাও অসংলগ্ন এবং বিচ্ছিন্ন। সরকারের মধ্যে জবাবদিহিতার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। সরকার দেশের ফুসফুস খ্যাত সুন্দরবনকে কেনো ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে তা আমরা দেশের নাগরিক হিসাবে জানতে চাই। মুষ্টিমেয় লোকের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জোর তাগাদা চলছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন সুন্দরবন রক্ষায় রামপালের স্থানীয় আন্দোলনকারীদের সাথে সারাদেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি বাপা এবং সমমনা পরিবেশপ্রেমী অন্যান্য সংগঠনকে সাথে নিয়ে সুন্দরবন রক্ষায় সারাদেশে বৃহত্তর ঐক্য গঠনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, ইউনেস্কো ২০১৯ সালে বলেছে যে, ইআইএ ছাড়া কোন কয়লাভিত্তিক সুন্দরবন করা যাবে না। কিন্তু সরকার কোনরকম যুক্তি-তর্কের ধার ধারছে না। বৈশ্বিক দিক বিবেচনা করে এ প্রকল্প দ্রুত বাতিল করা প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন। যে প্রকল্প টিকবে না তা করার কোন যুক্তি নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইআইএ মূলতঃ একটি আইওয়াশ। দেশে বিদ্যুতের ওভারক্যাপসিটি হওয়ার পরেও কেনো রামপালের মতো দূষণকারী কয়লাভিত্তিক প্রকল্প প্রয়োজন? তিনি সেই প্রশ্ন তোলেন।দেশের ১৮,৫০০ কোটি টাকা অলস বসে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে দেওয়ার জন্য মানুষ সরকারকে কেন ট্যাক্স দিবে তা তিনি জানতে চান। সরকার মূলতঃ রাজনৈতিক ইগো থেকেই এসকল প্রকল্প করছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ সকল জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের আহ্বান জানান তিনি।

অধ্যাপক ড. খালেকুজ্জামান বলেন, সিইজিআইএস এর তৈরি ইআইএ রিপোর্টটি একটি বিদ্রুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমীক্ষা বলছে, এই ইআইএ রিপোর্টটি সমস্ত আন্তর্জাতিক মান লঙ্ঘন করছে। কয়লা সত্যিই একটি নোংরা জ্বালানি এ নিয়ে কোন দ্বিমতনেই। সুন্দরবনে যা ঘটছে তা একটি ট্র্যাজেডি। ভারতে নিকটতম বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবন থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে তবে বাংলাদেশের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূরত্ব কেন সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার? বাংলাদেশের অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্র যেমন মাতারবাড়ি, পায়রা, তালতলী, কলাপাড়া সবকটিই পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে অবস্থিত। সরকারের প্রস্তাবিত কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বাংলাদেশের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ। এটা লজ্জার বিষয় যে, বাংলাদেশ সরকার কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। বিকল্প জ্বালানী শক্তি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ভাবার এখনইমূখ্য সময়।

রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, দেশের ৯৯ ভাগ মানুষ সুন্দরবনে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধের পক্ষে।ভারতীয় কয়লার মধ্য দিয়ে সুন্দরবন ধ্বংস হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সরকারের বন্ধ ঘোষিত দশটি প্রকল্পের সাথে রামপাল ও বাঁশখালী প্রকল্পও বাতিলের দাবি জানান তিনি। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ প্রকল্পসহ সকল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করা হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রকৌশলী ড. রনজিত সাহু বলেন, রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ২০১৩ সালে যে অনুমতি দেওয়া হয়, তা ছিল একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এটি ভুল কথা যে, কয়লা একটি পরিষ্কার জ্বালানি। প্রচলিত যে ধরনেরই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হউক না কেনো, কয়লা জ্বালানি হিসাবে পরিবেশ দূষণই করবে। পরিবেশ ছাড়পত্রে সরকার বলছে, উন্নতমানের কয়লা ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা হবে। ভারতীয় কয়লা ব্যবহারের কথা উল্লেখ না থাকলেও এখন সেখান থেকেই নিম্নমানের কয়লা আনা হচ্ছে। ভারতীয় যে কয়লা আনা হচ্ছে তাতে অন্ততঃ ৩০ ভাগ ছাই থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে কয়লা আনা হচ্ছে তা পোড়ানো হলে তার তিনভাগের একভাগ সরাসরি বর্জ্যে পরিণত হবে। রামপাল কর্তৃপক্ষ দাবি করছে যে, এখন ৪৫ হাজার টন নিম্নমানের কয়লা আনা হচ্ছে কয়লা রাখার উঠান তৈরি করার জন্য। তার অর্থ হলো, পরিবেশ ছাড়পত্র নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সাথে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি দূষণ কমায় না উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের জানতে হবে যে, আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি মানে হচ্ছে অধিক চাপে এবং তাপে কয়লা পোড়ানো হবে আর তাতে কয়লার ব্যবহার কিছুটা কমবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে দূষণ কমা-বাড়ার কোন সম্পর্ক নেই। এই প্রযুক্তির নাম ব্যবহার করে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে তা সত্য নয়। এমনকি এই প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা অনেক ব্যয়বহুল এবং সময়ের সাথে এর কার্যকারিতা কমতে থাকে।এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে আর তা না হলে দূষণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে প্রাথমিক বক্তব্যে বাপা'র সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল জাতিসংঘের বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির আসন্ন সভায় ২০১৭ ও ২০১৯ সালের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একটি স্বাধীন বিজ্ঞানভিত্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (এসইএ) না করা পর্যন্ত যেকোন ভারী শিল্প নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার সুপারিশ পুনর্বহাল রাখার আহ্বান জানান। যদিও বাংলাদেশ সরকার তা মেনেছে বলে প্রতীয়মান হয়নি। এজন্য তিনি স্যাটেলাইট ছবির মাধ্যমে তার প্রমাণ উপস্থাপন করেন। ভারতীয় কয়লার ব্যবহার ও এসইএ মূল্যায়নের জন্য ২০২১ সালের শেষে অথবা ২০২২ সারের শুরুতে একটি রিয়েক্টিভ মনিটরিং মিশন অনুমোদনের জন্যও আসন্ন বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সভার প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলন থেকে অনতিবিলম্বে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল ও সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে কয়লাসহ সকল প্রকার বিপজ্জনক পণ্য পরিবহণ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে প্রাথমিক বক্তব্যে বাপা'র সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল জাতিসংঘের বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির আসন্ন সভায় ২০১৭ ও ২০১৯ সালের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একটি স্বাধীন বিজ্ঞানভিত্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (এসইএ) না করা পর্যন্ত যেকোন ভারী শিল্প নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার সুপারিশ পুনর্বহাল রাখার আহ্বান জানান। যদিও বাংলাদেশ সরকার তা মেনেছে বলে প্রতীয়মান হয়নি। এজন্য তিনি স্যাটেলাইট ছবির মাধ্যমে তার প্রমাণ উপস্থাপন করেন। ভারতীয় কয়লার ব্যবহার ও এসইএ মূল্যায়নের জন্য ২০২১ সালের শেষে অথবা ২০২২ সারের শুরুতে একটি রিয়েক্টিভ মনিটরিং মিশন অনুমোদনের জন্যও আসন্ন বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সভার প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলন থেকে অনতিবিলম্বে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল ও সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে কয়লাসহ সকল প্রকার বিপজ্জনক পণ্য পরিবহণ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

যুববাপা'র কমিটি সভা

৫ জুলাই, ২০২১ সন্ধ্যা ৭:০০ টায় 'যুববাপা'র এক কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক শরীফ জামিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটি সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, আলমগীর কবির, রাওমান স্মিতা, হুমায়ুন কবির সুমন, আল ইমরান, দেওয়ান নূরতাজ আলম, আবু শাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মাহির দাইয়ান, তানজিলা আহমেদ, নিথোরা মেহরাব, আনিকা তাহসিন, রায়হান সরকার, ইসমাইল গাজী প্রমুখ। সভায় ভবিষ্যত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো হলো: ওয়ার্ক প্ল্যান ও অর্গানোগ্রাম বা অ্যাকশন প্ল্যান ফরমেশন ওয়ার্কিং গ্রুপ; নেটওয়ার্ক ও কমিউনিকেশন ওয়ার্কিং গ্রুপ; এবং সোস্যাল মিডিয়া, ব্র্যান্ডিং এবং প্রমোশন ওয়ার্কিং গ্রুপ।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুলাই ২০২১

‘বড়াল রক্ষা আন্দোলন’ এর আহ্বায়ক অঞ্জন ভট্টাচার্য’র মৃত্যুতে বাপা’র শোক বার্তা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)’র সহযোগী সংগঠন ‘বড়াল রক্ষা আন্দোলন’ এর আহ্বায়ক অঞ্জন ভট্টাচার্য ২ জুলাই, ২০২১ আনুমানিক সকাল ১০:০০টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সাতষট্টি (৬৭) বছর। তার এই মৃত্যুতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপ)’র নির্বাহী পরিষদ, জাতীয় পরিষদ, সাধারণ পরিষদ ও বাপা’র ২৫ টি বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি কমিটি এবং বাপা জেলা শাখার পক্ষ থেকে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছে।
অঞ্জন ভট্টাচার্য পরিবেশের পরম বন্ধু ছিলেন, বড়াল নদী ও পরিবেশ নিয়ে তিনি দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন, পরিবেশ ও সমাজসেবায় তার এই অসামান্য অবদান বাপা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বাপা মোংলা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ‘শেখ রাসেল অক্সিজেন ব্যাংক’ এ অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

বৈশ্বিক মহামারী প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মোংলা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ৭ জুলাই, ২০২১, বুধবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে মোংলার স্থানীয় ‘শেখ রাসেল অক্সিজেন ব্যাংক’ এ অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন মোংলা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপ)’র মোংলা আঞ্চলিক শাখার আহ্বায়ক মোঃ নূর আলম শেখ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন শেখ রাসেল অক্সিজেন ব্যাংকের পরিচালক পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ কামরুজ্জান জসিম, বাপা নেতা গীতিকার মোল্যা আল মামুন, বিজন কুমার বৈদ্য, মোঃ আলম গাজী, শেখ রাসেল, বিএম ওয়াসিম আরমান, শেখ রাসেল অক্সিজেন ব্যাংকের ভলান্টিয়ার আব্দুল্লাহ আল আমীন সানি, সাগর প্রমূখ।

অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদানকালে এক অনির্ধারিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, বৈশ্বিক মহামারী এই প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস মোকাবেলায় দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।সমাবেশে বক্তাগণ আরো বলেন, করোনা রোগীর সেবায় স্বাস্থ্যকর্মী এবং সম্মুখসারির যোদ্ধা বিশেষ করে তরুণদের স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এসময় তারা সরকারের পাশাপাশি খাদ্য ও চিকিৎসা উপকরণ দিয়ে সহায়তা করার জন্য বিত্তবাণদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মোংলাঃ বাপা আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে শেখ রাসেল অক্সিজেন ব্যাংকে সিলিন্ডার প্রদান। ০৭-০৭-২০২১

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুলাই ২০২১

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র 'অর্থ, বাণিজ্য ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন' বিষয়ক কমিটি'র প্রথম সভা

৮ জুলাই, ২০২১, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬.০০টায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র 'অর্থ, বাণিজ্য ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কমিটি'র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন প্লাটফর্ম জুম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহ্বায়ক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। কমিটির সদস্য সচিব এম.এস সিদ্দিকী'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল, ফারজানা রহমান, মাজেদুল হক, আরাফাত জুবায়ের প্রমূখ।

সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

১) অগ্রাধিকার নির্ধাণ করে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করণ।
২) পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ গ্রহণ।
৩) কমিটির কর্মকান্ডে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৪) বিদ্যমান শিল্পসমূহে ইটিপি স্থাপন।
৫) শিল্পঋণ অনুমোদনের সময় ইটিপি সম্পর্কে ব্যাংকগুলির নীতিমালার পুনর্মূল্যায়ন।
৬) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অন্যান্য ইস্যু সংযোজিত হবে।
৭) সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা, এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র 'গণপরিবহণ, গণপরিসর ও ঐতিহ্য' বিষয়ক কমিটি'র প্রথমসভা

৯ জুলাই, ২০২১, শুক্রবার, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র 'গণপরিবহণ, গণপরিসর ও ঐতিহ্য' বিষয়ক কমিটি'র পূর্ণঙ্গ করণের লক্ষ্যে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপত্বি করেন কমিটির আহ্বায়ক বুয়েট এর পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুল হক। ড. শামসুল হককে আহ্বায়ক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক মারুফ হোসেনকে সদস্য সচিব করে এই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন বেন এর অন্যতম সংগঠক ও যুক্তরাষ্ট্রের লক হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. খালেকুজ্জামান; শরীফ জামিল, সাধারণ সম্পাদক, বাপা; মহিদুল হক খান, কোষাধ্যক্ষ, বাপা, স্থপতি ইকবাল হাবিব, যুগ্ম সম্পাদক, বাপা। এতে সদস্য আরো রয়েছেন, ড. মুসলেহ উদ্দিন হাসান, অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট; স্থপতি সাজ্জাদুর রশীদ; স্থপতি মোঃ আশরাফুল আলম রতন; অ্যাডভোকেট আইনুন্নাহার লিপি; গাউস পিয়ারী, পরিচালক, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট; প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউল লতিফ কনক; সালমা মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক, বি-স্ক্যান; পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ আমিনুল কাউয়ুম; মোহাম্মদ ইফতেখার; আব্দুল্লাহ মেহেদী দীপ্ত প্রমূখ।

সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১) কমিটির উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে তিনজন ফোকাল পারসন মনোনীত করা হয়। এতে ড. মুসলেহ উদ্দিন হাসানকে গণপরিবহণ, স্থপতি আশরাফুল আলম রতনকে গণপরিসর, এবং স্থপতি সাজ্জাদুর রশীদকে ঐতিহ্য বিষয়ক ফোকাল পারসন নির্বাচিত করা হয়।
২) আলাদা ভাবে একটি করে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা।
৩) সাবওয়ে এবং ইস্টার্ন এক্সপ্রেস বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন।
৪) গণপরিবহনে বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান।
৫) ঢাকার গণপরিবহন বর্তমান ও ভবিষ্যত (প্রস্তাবিত) বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র "আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও পরিবেশ (আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন)" বিষয়ক কমিটি'র ১ম সভা

৯ জুলাই ২০২১ সন্ধ্যায় জুম-পাটফমের মাধ্যমে বাপা'র "আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও পরিবেশ (আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন)" বিষয়ক কমিটি'র ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন কমিটির আহ্বায়ক সনজীব দ্রং। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য সচিব, বাবলী তালাং ওকমিটির সদস্যবৃন্দ যথাক্রমেফাদার যোসেফ গোমেজ ওমি, শরীফ জামিল, চনচলা চাকমা, হেলেনা হিরামন তালাং, ছিছাম এলেক্স, ইনজিস প্রমূখ।
সভার সিদ্ধান্ত সমূহ:

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুলাই ২০২১

সভার সিদ্ধান্ত সমূহ:

- আদিবাসী ও বাঙ্গালীসহ ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন
- খাসি আন্দোলনের জন্য একটি আলাদা ওয়াকিং গ্রুপ তৈরী
- খাসিদের পুঞ্জি ও তাদের বসতবাড়ী সুরক্ষার দাবীতে ওয়েবিনার আয়োজন
- লকডাউনের পরে মৌলভী বাজারের খাসিদের পল্লী পরিদর্শন
- ইস্যু ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন
- অগ্রাধিকার নির্নয় করে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করণ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে হাশেম ফুডস কারখানায় অগ্নিকান্ডে হতাহতের ঘটনায় বাপা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ বিবৃতি প্রদান

৮ জুলাই, ২০২১, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অবস্থিত হাশেম ফুডস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে হতাহত হওয়ার ঘটনায় এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করেছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র সভাপতি সুলতানা কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। ১১ জুলাই সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিতে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অবস্থিত হাশেম ফুডস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে এ পর্যন্ত ৫২ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন এবং আরো অর্ধশত-াধিক শ্রমিক আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। করোনার ভয়াল থাবা এবং লকডাউনে যখন মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, ঠিক তখন রূপগঞ্জের এই অর্ধশতাধিক মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এই অগ্নিকান্ডের দায় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারে না।ভবনটি নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথ বিল্ডিং কোড মানা হয়নি। ভবনে নিজস্ব অগ্নিনির্বাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও জরুরী বহির্গমনের পথও ছিল না। অনেক শিশু শ্রমিক এই কারখানায় কাজে যুক্ত ছিল যা সম্পূর্ণ বেআইনি। ভবনের ছাদের সিড়ি ও কলাপসেবল গেট মালিক পক্ষের নির্দেশে সবসময় তালাবদ্ধ থাকতো বলে জানা যায়। এজন্য হতাহতের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি শিল্প-কারখানায় অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, দেশি-বিদেশি বেসরকারি কয়েটি সংস্থা ও জোট কাজ করে। কিন্তু এরই মধ্যে অর্ধশতাধিক মানুষের প্রাণহানির এই ঘটনা আবারো প্রমাণ করে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাজরীন ফ্যাশন এবং রানা প্লাজার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডসমূহের যথাযথ কারণ নিরূপণ ও তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সেই সাথে এমন ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবেলা করার জন্য এযাবৎকালে গৃহীত পদক্ষেপসমূহও সঠিকভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি।

এরকম প্রতিটি দূর্ঘটনার পর-ই আমরা সরকার ও প্রসাশনকে নড়েচড়ে বসতে দেখি। প্রাথমিকভাবে সংশিষ্টদের গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ করতেও দেখা যায়, তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, কিন্তু তদন্ত হয়েও প্রকৃত কারণ জানা যায় না এবং দোষীদের শাস্তি হয় না। কয়দিন পর পুরনো ঘটনাগুলো আবারো লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়।

আমরা মনেকরি, তদারককারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ। আর এ ব্যর্থতাকে পুঁজি করে সমাজের দুষ্কৃতিকারীরা মানুষের জীবনের বিনিময়ে নিজেদের সুবিধা আদায় করছে। বিপজ্জনক ও ব্যবহার অনুপযোগী/ শ্রমিক অবান্ধব এবং পরিকল্পিতভাবে ভবননির্মান নিশ্চিত না করায় বারবার ঘটছে এধরনের মর্মান্তিক দূর্ঘটনা যার শিকার হচ্ছে দেশের খেটে খাওয়া নিরীহ মানুষ।

নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সুচিকিৎসার দাবি জানানোর পাশাপাশি পূর্বের অগ্নিকান্ডগুলোর বিচার না হওয়ায় আমরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি। একইসাথে আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে দোষীদের কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র নদী ও জলাশয় কর্মসূচি কমিটির দ্বিতীয় সভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র নদী ও জলাশয় কর্মসূচি কমিটির দ্বিতীয় [জুম] সভা অনুষ্ঠিত হয় ১১ জুলাই, ২০২১ বিকেল ৩টায়। কমিটির আহ্বায়ক, ডা. মো. আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্য সদসদ্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মিহির বিশ্বাস, ড. হালিম দাদ খান, ড. মো. খালেকুজ্জামান, শরীফ জামিল, শারমীন মুরশিদ, ইবনুল সাঈদ রানা, হাসান ইউসুফ খান, এস এম মিজানুর রহমান, নূর আলম শেখ, অধ্যাপক মনজুরুল কিবরিয়া, তোফাজ্জল সোহেল, রফিকুল আলম, ফরিদুল ইসলাম, এস এম আরাফাত জোবায়ের, মনির হোসেন, মোহাম্মদ এজাজ প্রমূখ।

সভার সিদ্ধান্তসমূহ:

- অধ্যাপক ড. মঞ্জুরুল কিবরিয়াকে আহ্বায়ক, শারমীন মুরশিদ, ড. খালেকুজ্জামান, জনাব হাসান ইউসুফ খান, মোহাম্মদ এজাজ, মনির হোসেন, এসএম আরাফাত জোবায়ের, ড. হালিম দাদ খান ও জনাব শরীফ জামিলকে সদস্য করে একটি ওয়ার্ক প্ল্যান প্রণয়ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বৈঠক করে ওয়ার্ক প্ল্যানের খসড়া প্রণয়ন করবেন।
- চলন বিল অঞ্চলের কর্মীদের নিয়ে একটি জুম সভার আয়োজন করার জন্য সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিলকে অনুরোধ করা হয় এবং এসএম মিজানুর রহমানকে

কর্মীদের একটি তালিকা তৈরি করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

- আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রোগ্রাম কমিটির সভা ডেকে উপ-কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া ওয়ার্ক প্ল্যান অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সম্মুখস্থ পুকুর ভরাট করে পৌর শপিংমল নির্মাণের জন্য আর্থিক বরাদ্দের ঘোষণা বাতিল কওে পুনঃখনন ও সৌন্দর্যবর্ধনের দাবী জানিয়েছে - বাপা হবিগঞ্জ শাখা

হবিগঞ্জ শহরের পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সম্মুখস্থ পুকুর ভরাট করে পৌর শপিংমল নির্মাণের জন্য আর্থিক বরাদ্দের ঘোষণা বাতিল কওে পুকুরটি পুনঃখনন ও সৌন্দর্যবর্ধনের দাবী জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জ শাখা। ১৮ জুলাই রবিবারমেয়র হবিগঞ্জ পৌরসভা বরাবরে ইমেইলের মাধ্যমে এই দাবী জানানো হয়। বাপা হবিগঞ্জেরসভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইকরামুল ওয়াদুদ ওসাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল সাক্ষরিত আবেদনপত্রে বলা হয়,হবিগঞ্জ পৌর এলাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলাবদ্ধতার সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, যা ইতিমধ্যে মানবিক বিপর্যয়ে রূপ নিয়েছে। সামান্য বৃষ্টিপাত হলে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পানি জমে যায়। এর মূল কারণ হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে উঠা হবিগঞ্জ শহরের বারিপাত অঞ্চল অর্থাৎ পুকুর ও জলাশয়সমূহ দখল ও ভরাট হয়ে যাওয়া।

হবিগঞ্জের পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং নজির সুপার মার্কেট এর সম্মুখস্থ পুকুরটি টাউন মডেল পুকুর নামে পরিচিত। বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অস্থায়ী ট্রাকস্ট্যান্ড, উভয় সড়কের সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং পুরাতন কাপড়ের দোকান স্থাপনের মাধ্যমে পুকুরটি অবৈধ দখল প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই কৌশলগত বারিপাত অঞ্চলটি সঙ্কুচিত হবার সাথে সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে শুরু করে সার্কিট হাউস এর সামনে রাস্তায় বৃষ্টি হলেই পানি জমতে শুরু করে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জের ব্যাপক জলাবদ্ধতা নিরসনে অন্যান্য পুকুরসহ পুরাতন খোয়াই নদী পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি এই পুকুরটি পুনরুদ্ধারের দাবী দীর্ঘদিন যাবত করে আসছে।

পৌরসভার দখল ও ভরাট হয়ে যাওয়া অন্যান্য পুকুর ও পুরাতন খোয়াই নদী পুনরুদ্ধারে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে বাপা'র পক্ষ থেকে বলা হয়, জলাবদ্ধতা নিরসনে হবিগঞ্জের পুকুরসমুহ এবং পুরাতন খোয়াই নদী রক্ষায় আপনার নির্বাচনী ওয়াদা থাকা সত্বেও হবিগঞ্জ পৌরসভার পক্ষ থেকে পুকুরটি অবৈধ দখলের হাত থেকে পুনরুদ্ধার না করে বহুতল শপিং মল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় আমার বিস্মিত। বরং পুকুরটি পুনরুদ্ধার, পুনঃখনন ও দৃষ্টিনন্দন করার মাধ্যমে হবিগঞ্জবাসীর নাগরিক সুবিধায় একে সম্পৃক্ত করা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ও সার্কিট হাউস রাস্তাকে জলাবদ্ধতামুক্ত করার জরুরী প্রয়োজন। এতে দেশব্যাপী ভুগর্ভস্থ পানির স্তর অবনমন ঠেকানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সরকার বাংলাদেশের যে কোনো পৌর এলাকার পুকুর সংরক্ষণের যে লিখিত নির্দেশনা পূর্বে দিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করা উচিত। সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পূর্বতন মেয়াদে প্রণীত মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০ এর ৫নং ধারায় উল্লেখিত "এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতিত, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না বা উক্ত রূপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না বা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোন ভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।" অংশটুকু উক্ত পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

উল্লেখ করা প্রয়োজন গতবছরও হবিগঞ্জ পৌরসভা উল্লেখিত পুকুর ভরাট করে ভবন নির্মাণের জন্য পৌরসভার বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়। ০৫ জুলাই ২০২০ সালে বাজেট থেকে বরাদ্দ বাতিলের জন্য মেয়র হবিগঞ্জ পৌরসভা, জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বরাবরে আমরা আবেদন জানাই। পরবর্তীতে হবিগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক জানান- স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে পুকুরটি খননসহ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে আমরা জানতে পারি। এই সংবাদে হবিগঞ্জের পরিবেশ সচেতন নাগরিক সমাজ আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় একবছর হয়ে গেলেও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ বাস্তবায়ন না করে উল্টো পুকুর ভরাট এর জন্য বরাদ্দ রাখায় আমরা বিস্মিত! আমরা হবিগঞ্জ পৌরসভার বাজেটে উল্লেখিত পুকুরে পৌর শপিংমল নির্মাণের জন্য আর্থিক বরাদ্দের প্রতিবাদ করছি এবং নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি ঃ

১। অবিলম্বে পৌর শপিংমল নির্মাণের জন্য আর্থিক বরাদ্দের ঘোষণা বাতিল করতে হবে।

২। টাউন মডেলের পুকুর থেকে সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে।

৩। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী ও সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে একটি সুবিবেচিত নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে পুকুরটি দৃষ্টিনন্দন করে নাগরিক সুবিধার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বাসস্ট্যান্ড স্থানান্তরিত হওয়ায় উক্ত রাস্তা কেটে একে বড় করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

৪। টাউন মডেল পুকুরসহপৌরসভার দখল ও ভরাট হয়ে যাওয়া অন্যান্য পুকুর, পুরাতন খোয়াই নদী পুনরুদ্ধারে হবিগঞ্জের জলাবদ্ধতা নিরসনসহ পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় অংশগ্রহণমুলক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫। হবিগঞ্জ পৌরসভার জন্য একটি সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে।

উক্ত আবেদনের অনুলিপি প্রেরণ করা হয়, মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ,নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ ওসাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবরে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুলাই ২০২১

কারখানাসমূহের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ প্রেক্ষিতে নারায়ণগঞ্জ হাশেম ফুডের দুর্ঘটনা" -শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র উদ্যোগে ১৯ জুলাই, ২০২১ সোমবার সকাল ১১:০০টায় "কারখানাসমূহের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ প্রেক্ষিতে নারায়ণগঞ্জ হাশেম ফুডের দুর্ঘটনা" -শীর্ষক এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা'র পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক, ড. এ. এম. জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাপা'র কার্যনির্বাহী সদস্য ও স্বাস্থ্য আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদা আখতার।

বাপা'র পরিবেশ স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি কমিটির সদস্য সচিব বিধান চন্দ্র পালের সঞ্চালনায় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, বাপার সাধারণ সম্পাদক, জনাব শরীফ জামিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের পরিচালক ও অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক, স্থপতি ইকবাল হাবিব, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহের ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগের অধ্যাপক এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য ড. মোঃ আব্দুল আলীম, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক, জনাব হাফিজুল ইসলাম।

এছাড়া এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক গোলাম রহমান, ড. মাহবুব হোসেন, এম এস সিদ্দিকী, অধাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার, কামরুল হাসান পাঠান প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে ড. এ. এম. জাকির হোসেন বলেন, পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণকারী শর্তগুলো আমাদের দেশে মানা হচ্ছে না। সেজন্য দেশে পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণহীন দৌরাত্ম বেড়েই চলছে। তিনি সবার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে বলেন, জবাবদিহিতার জায়গাটি যেন সবক্ষেত্রেই উপক্ষিত থেকে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না; ব্যবস্থাপনার গোড়া দুর্বল ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সরকারের কন্ট্রোলিং ব্যবস্থাপনাও দুর্বল হয়ে পড়েছে; বিশেষত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। এজন্য তিনি আইনের যথাযথ প্রয়োগ করার দাবি জানান।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে শরীফ জামিল বলেন, অপরিকল্পিত শিল্পায়নের ফলে দেশে হাসান ফুড কালখানার মত প্রাণনাশের দুর্ঘটনা বারংবার হয়ে আসছে। এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘমেয়াদে বাপা আরও জোর দিয়ে কাজ করবে আজকের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তারই সূচনা বলে তিনি মন্তব্য করেন।
ফরিদা আখতার মূল বক্তব্যে বলেন, ওই ভবনে প্রচুর প্লাস্টিক, কেমিক্যাল, কার্টনসহ দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল: যার কারণে আগুন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এতো দাহ্য পদার্থ থাকলে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে বলে যথেষ্ট অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল, কিন্তু ফায়ার সার্ভিস সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারে নি। হাশেম গ্রুপের ফ্যাক্টরীতে Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) এর কর্মকর্তারা ৮ জুন, ২০২১ তারিখে পরিদর্শনে এসে সেখানে শিশু শ্রমিকদের অনিরাপদ ব্যবহার দেখে কতৃপক্ষকে নোটিশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হাশেম গ্রুপ তা আমলে না নেওয়ায় সেখানে একমাসের মধ্যেই এ দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

পত্রিকার খবরে জানা গেছে, চকলেট এবং Nocilla তৈরির জন্য hazelnutspread নামক কাঁচামাল হিশেবে যে তেল ব্যবহার করা হয় তার কারণেই ২৪ ঘন্টা ধরে আগুন জ্বলেছে। তিন তলায় এই স্প্রেডটি তৈরি হচ্ছিল। ফ্যাক্টরিতে পাইপ লাগিয়ে এই তেল অন্যান্য ফ্লোরেও সরবরাহ করা হয়। যে কোনো তেলেই আগুন জ্বলতে পারে, কিন্তু দেখার বিষয় হচ্ছে এগুলো একদিকে দাহ্য পদার্থ, অন্যদিকে স্বাস্থ্যের জন্যেও কতখানি নিরাপদ; তা দেখার কি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে কিনা। ২০১৯ সালের একটি প্রতিবেদন বিএসটিআই ২৬টি কোম্পানির খাদ্য পণ্যকে নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করেছিল, তার মধ্যে হাশেম গ্রুপের কুলসন সেমাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুধু হাশেম গ্রুপ নয়, স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর উপাদান অন্যান্য কোম্পানিরও আছে। সেগুলো উৎপাদন করতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটছে। বেচে যাওয়া শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন যে কারখানায় কাজের পরিবেশ নিরাপদ নয়। প্রায় ৭০০০ শ্রমিক হাশেম ফুড লিঃ এ কাজ করত। যারা মারা গেছে তারা তিন তলায় আটকে ছিল, যেখানে দাহ্য পদার্থ এবং প্লাস্টিক স্টোর করে রাখা ছিল।

অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ কারখানার প্রতিটি স্তরে নিয়মকানুনের ব্যত্যয় ঘটেছে। শুধু ব্যাংক এবং বায়াররা যখন চাপ দেয় তখন কারখানাগুলো নড়ে চড়ে বসে। কিন্তু দেশের মানুষ যে পুড়ে মরছে সে দিকে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনিং করা হলে কারখানাগুলো যথাযথ মনিটরিং করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। একাধিক তদন্ত কমিটি না করে একটিই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। একের অধিক তদন্ত কমিটি হলেই সেই রিপোর্ট প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ নিম্ন আয়েরে দেশ থেকে ২০২৬ সালে বের হয়ে মধ্য আয়ের দেশে যাবে কিন্তু কল-কারখানা বিষয়ে আগের মতই ধ্যান-ধারনা রয়ে গেছে। অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারকে দালালমুক্ত করতে এবং এ ধরনের রিপোর্টগুলো বিষয়ে সাবক্ষণিক ফলোআপ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এ ধরনের দূর্ঘটনার পূনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে বিষয়ে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি। একইসাথে তিনি দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন বলেন, বাংলাদেশের শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার ইতহাস সবগুলোই ছিল অপরিকল্পিত। নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন দুটোই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। শিল্পায়নকে ব্যক্তি খাতে দেওয়ার ফলে ব্যবসায়রা বেশি বেপরোয়া হয়েছে মুনাফা লাভের আশায়। ফায়ার সাভির্সের তথ্যমতে দেশের ৯০ভাগ কারখানায় ফায়ার সেফটির ব্যবস্থা নেই। সরকার এ সমস্ত প্রতিষ্ঠনগুলোর ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়ার কারণেই দেশে এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার হচ্ছে।

স্থপতি ইকবাল হাবিব হাশেম ফুডের খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা, ভবনটি গোডাউন হিসেবে তৈরি করে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ব্যবহার করা, অগ্নিনির্বাপক না মানা এ সমস্ত বিষয়কে তিনি শুভংকরের ফাঁকী বলে মন্তব্য করেন। ভবন অনুমোদন প্রদানের পরে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ মনিটরিং করেনি। এ ধরনের কারখানাকে মোটা অংকের জরিমানা করা ও প্রতি বছর নিয়মিত পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারকে দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট চালু করে সংশ্লিষ্টসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়ে জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতি বছর নবায়নযোগ্য সার্টিফিকেট নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় তিনি কমপ্লায়েন্স কমিশন গঠনেরও দাবি জানান।

ড. মোঃ আব্দুল আলীম বলেন, এ ধরনের ফ্যাক্টরী বিল্ডিং কখনো ছয় তলা হতে পারেনা। প্রশাসনিক অবহেলার জন্য এ ধরনের দুর্ঘটনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কারখানার ভিতরের পরিবেশগুলো আমাদেরকে যথাযথ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ছয় মাস পর পর পরীক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের ফুড ইন্ডাস্ট্রিগুলো কোনোটিই পরিকল্পিত পন্থায় হয়নি। কারখানার সামগ্রিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ প্রতিটি তলায় আলাদা আলাদা সিঁড়ির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। শ্রমিকদের আগুন নির্বাপণ যন্ত্র চালনার উপযোগী করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রতি জোর দাবি জানান তিনি।

হাফিজুল ইসলাম বলেন, কারখানা তালা বদ্ধ থাকার কারণে মৃত্যু ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটেছে ৪ তলায়। কারখানায় কতজন শ্রমিক ছিল তার সঠিক হিসাব এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। সপ্তম-অষ্টম পড়ুয়া শিশু শ্রমিকদের দিয়ে সে প্রতিষ্ঠান কাজ করাত; যাদেরকে নামমাত্র পারিশ্রমিক দেওয়া হত বলে অভিযোগ করেন তিনি। নারায়ণগঞ্জে ব্যাটারী তৈরির কারখানা চাইনিজদের মালিকানায় বেআইনিভাবে চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। পরিবেশের কোনো কিছুই সেখানে মানা হয়নি। ৩৫ হাজার স্কয়ার ফিটে ৪টি সিঁড়ি থাকার কথা নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু সেখানে মাত্র ২টি সিঁড়ি ছিল। মালিক পক্ষ এবং সরকার পক্ষের যোগসাজসে কয়েক বছর ধামাচাপা দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে এ ধরনের ঘটনায়। এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করার দাবি জানান তিনি। অতীতের সব ঘটনায় যথাযথ বিচার এবং শাস্তি প্রদান করা হলে এ ধরনের ঘটনার পূনরাবৃতি হত না বলেও তিনি মনে করেন। নারায়ণগঞ্জে ব্যাঙ্গের ছাতার মত যে সমস্ত কারখানা করা হয়েছে সেগুলোকে অতি দ্রুত আইনের আওতায় আনারও আহবান জানান তিনি।

বিধান চন্দ্র পাল বলেন, কারখানার পরিবেশের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম স্পষ্ট। আমরা জেনেছি এ বিষয়ে সিআইডি তদন্ত করছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন কারখানায় বা কর্মস্থলে অগ্নিকান্ড, অগ্নিকান্ডে অকাল মৃত্যু এবং বিভিন্ন হতাহতের ঘটনায় এটিই প্রথম তদন্ত। অনুসন্ধান প্রতিবেদনে সামগ্রিক প্রেক্ষিত যাতে উঠে আসে সেজন্য তিনি দাবি জানান। তিনি বলেন, সেখানে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ প্রেক্ষিত যেন আলাদাভাবে গুরুত্ব পায়। সেখানে কার কি দায়িত্ব সেটা যেন সুস্পষ্টভাবে থাকে এবং সেগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পথনির্দেশনা ও সুপারিশমালাও যেন থাকে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

কারখানা ইন্সপেক্টার ও ইশট্যাবলিশম্যান্টের কর্মকর্তাদের শাস্তি দিলে এসব অনাচার বন্ধ হবে বলেও সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের অনেকে মন্তব্য করেন।

সুনামগঞ্জ পরিবেশ আন্দোনের আহ্বায়ক ও বাপা জাতীয় পরিষদের সদস্য এ্যাডভোকেট শফিকুল আলম-এর মৃত্যুতে বাপা'র শোক বার্তা

সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, হাসিমুখ ফাউন্ডেশনের মাহবুব কাউসার, আবুল হাশেম, নূরুল হক, বেলাল উদ্দিন, আনিসুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক উখিয়া কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

এসময় সভায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর নেতৃবৃন্দ "নদী বাঁচাও, সমুদ্র বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও, দেশ বাঁচাও" এই শ্লোগানে পরিবেশের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরে জনমত গড়ে তুলতে ও সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

"সুন্দরবন বিষয়ে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সাম্প্রতিক সভার সুপারিশ" বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন

সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র যৌথ উদ্যোগে ২৬জুলাই, ২০২১ সোমবার সকাল ১১:০০টায় "সুন্দরবন বিষয়ে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সাম্প্রতিক সভার সুপারিশ" বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাপা ও সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির সভাপতি, সুলতানা কামাল এবং সঞ্চালনা ও মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন, বাপার সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, বেলা'র প্রধান নির্বাহী, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আব্দুল আজিজ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধ্যাপক আব্দুল্লাহ্ হারুন চৌধুরী, বাপা'র নির্বাহী সহ-সভাপতি এবং সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব, ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন এবং তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির অন্যতম সংগঠক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ প্ল্যানার্স এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক গোলাম রহমান, বেনের সদস্য অধ্যপক ড. সাজেদ কামাল ও অধ্যাপক ড. খালেকুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, বাপার কোষাধ্যক্ষ মহিদুল হক খান এবং পশুর রিভার ওয়াটারকিপার নুর আলম শেখ।

এছাড়াও ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সাম্প্রতিক সভায় সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির পক্ষে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিবেশ কর্মী তন্নী নওশীন, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ওয়াচ এর চেয়ারম্যান স্টিফান ডম্পকে এবং জেনেভায় জাতিসঙ্ঘে আর্থ জাস্টিসের স্থায়ী প্রতিনিধি ইভস লেডর সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন, সুন্দরবন নানা কারনে আজ বিপদজনক অবস্থানে দাঁড়িয়েছে । সুন্দরবন ইস্যুতে সরকার বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সদস্যদের সাথে দেন-দরবার করেছে বলে মনে হয়। সেটির মাণ গত ৪৪তম সভায় স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। রাজনীতি দেশের ও জনগনের স্বার্থে হচ্ছে নাকি মুষ্টিমেয় মুনাফালোভীদের স্বার্থে হচ্ছে তাও জাতিকে বুঝতে হবে। সুন্দরবন ইস্যুকে কেন্দ্র করে নিজ সংগঠনের এবং গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে একটি শক্ত মনিটরিং টিম গঠনের আহবান জানান তিনি। তিনি বলেন আজকে আমরা অত্যন্ত হতাশা ও ক্ষোভের সাথে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির গত ৪৪তম সভার সুপারিশের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি। সুন্দরবন রক্ষায় নীতিগত কার্যপরিকল্পনা গ্রহণের আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

শরীফ জামিল মূল বক্তব্যে বলেন, বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির গত ৪৪তম সভায় বিশ্বের ১৯৯টি বিশ্ব ঐতিহ্য বিষয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয় যার মধ্যে সুন্দরবন বিষয়টিও ছিল। কমিটি তার দুর্বল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সুন্দরবনের ঐতিহ্য সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যার্থ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং এর স্বপক্ষে বিশ্ব ঐতিহ্যকেন্দ্রের খসড়া সুপারিশ এবং কমিটি সিদ্ধান্তের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা রাজনৈতিক বিবেচনাকে বিজ্ঞান এবং আদর্শের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন বলে তিনি তার বক্তব্যে জানান।
স্টিফেন ডমপকে বলেন, বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির অধিবেশন চলাকালীন আমরা কার্যত শক্তিহীন ছিলাম। সুতরাং আমাদের জনসাধারণের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা এখন অবশ্য করণীয়। এই বিষয়টি আসন্ন কপ (ঈঙচ)- এ উত্থাপন করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে তিনি উল্লেখ করেন, ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সভায় রাজনৈতিক প্রভাব কয়েক বছর যাবত প্রকটভাবে দেখা গেলেও এবছর তা কেবল সুন্দরবন নয়, অন্যান্য ঐতিহ্যের বেলায়ও প্রকটভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

ইভস লেডর বলেন, জনগনের মতামত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরুদ্ধে গিয়ে ইউনেস্কোর মত বৈশ্বিক মঞ্চে সরকারের পরিবেশ বিরোধী কৌশল অবলম্বন করার কারণে বাংলাদেশই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে রাজনীতি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, আমাদের সবার জন্য ভয়ানক পরিণতি বয়ে আনবে। বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই যেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নেই সেখানে এ ধরণের বিজ্ঞান অবহেলিত কর্মকান্ডের প্রবণতা আমাদের সকলের চিন্তার কারণ।

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন বলেন, আমরা আমাদের সুন্দরবন রক্ষার চেষ্টায় করেছি। কিন্তু সরকার চায় না সুন্দরবন রক্ষা হোক। আমরা এলাকার সাধারণ মানুষ এবং দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারছে যে, সরকার যা উন্নয়ন করছে তা সরকারের স্বার্থে দেশের মানুষের স্বার্থে নয়। সুন্দরনবনসহ দেশের সকল কয়লাভিত্তিক প্রকল্পসমূহ বাতিলের জন্য মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগ দিবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সরকার সুন্দরবনের বিষয়ে দেশের মানুষের সাথে পরামর্শ করেনা কিন্তু বিভিন্ন দেশের সাথে দেন-দরবার ঠিকই করছে, যা জনগনের সাথে প্রতারণার সামিল।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, এটি একটি বিদ্যুকেন্দ্রও না, উন্নয়নও না বরং জিও পলিটিক্যাল এজেন্ডা। এতো বিরোধিতা করার পরেও কেন সরকার এধরণের জনবি-ধ্বংসী কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত প্রকল্প অলস পড়ে আছে সে সমস্ত প্রকল্পে সরকার প্রচুর পরিমাণ অর্থ খরচ করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। মূলত অন্য ১০টি প্রকল্পের অর্থ জোগাড় করতে পারেনি এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় অর্থ আসেনি বলেই সরকার ১০টি প্রকল্প বাতিল করেছে; কিন্তু সুন্দরবনের প্রকল্প কেন বাতিল করা হলো না। যে প্রকল্পের জন্য নিজের দেশের জনগনের সমর্থন নাই সেই প্রকল্পের জন্য সরকার বিদেশিদের সাথে দেন দরবার চালিয়ে যাচ্ছে যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। লবিংগুলো করার টাকা সরকার কোথায় পায় তা জাতি জানতে চায়। তিনি বলেন এনভায়নমেন্টাল এসেসমেন্ট মূলত সরকারের একটি গ্রীন ওয়াশিং ডকুমেন্টস। আমরা পরিবেশের ক্ষতি না করে নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন করতে চাই। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রকল্পে চীন, ইন্ডিয়া এবং রাশিয়ার ইনভেস্টমেন্ট আছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক আব্দুল্লাহ্ হারুন চৌধুরী সরকারকে ব্যবসার দিকে গুরুত্ব না দিয়ে সুন্দরবন রক্ষার দিকে গুরুত্ব দেওয়ার দাবী জানান তিনি। কোন উন্নয়ন দ্বারা এ ধরনের সুন্দরবন তৈরী হবে না। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন দিয়ে এ ধরনের অমুল্য সম্পদ রক্ষা বা তৈরী করা যাবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সরকার যে তকমা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ করছে তাও ব্যর্থ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এখনই দেশের সব কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করার দাবী জানান তিনি। আগামী দিনে গণজোয়ারের মাধ্যমে সুন্দরবনসহ দেশের সকল কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।

অধ্যাপক গোলাম রহমান বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ বিষয় চালু হয়েছিল সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে। কিভাবে সুন্দরবনকে রক্ষা করা যায় এ উদ্দেশ্যে আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ড. সাজেদ কামাল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক নেতৃত্ব প্রদান করছে। কিন্তু সরকারের এ সিদ্ধান্ত পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিপন্থী এবং আত্মঘাতী। বাংলাদেশের সক্ষমতা রয়েছে পরিচ্ছন্ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুলাই ২০২১

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এবং বৈশ্বিক নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা আমলে নেওয়া প্রয়োজন।

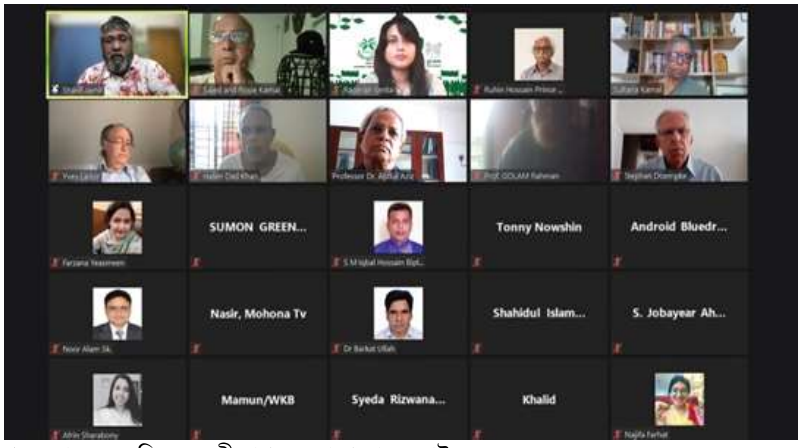

ড. খালেকুজ্জামান বলেন, আমাদের দেশের সরকার জনবিমূখ সরকারে পরিনত হয়েছে। তিনি বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে সুন্দরবনের রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপ বিদুৎকেন্দ্র বন্ধ করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

তন্নী নওশীন বলেন, বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির গত ৪৪তম সভা আমাদের জন্য শুধুই ক্ষোভ ও কষ্টের বিষয় ছিল। কয়লা প্রকল্প যেন সুন্দরবনে করা না হয় সে জন্য সভায় আমরা আমাদের বক্তব্য প্রদান করেছি। তিনি উল্লেখ করেন সভায় কমিটির কিছু সদস্য বলেন, বাংলাদেশ যেহেতু নিম্ন আয়ের দেশ সেখানে উন্নত হওয়া দরকার, তাই বাংলাদেশ সরকারকে এ বিষয়ে বেশী চাপ দেওয়া প্রয়োজন নাই বলে মন্তব্য করেন।

নুর আলম শেখ বলেন, ভারত থেকে যে সমস্ত কার্গোজাহাজ আসছে সে সমস্ত কার্গোর চালকরা বলেছেন এই কয়লাগুলো একেবারে নিম্নমানের। তিনি বলেন ইউনেস্কোর নানা সুপারিশ অবজ্ঞা করে পশুর নদীর ২১ কিঃমিঃ চায়নার একটি কোম্পানী ড্রেজিং করছে এবং এর বালি বা মাটি নদীর পাশে গ্রামে ফেলছে; যার ফলে এলাকার কৃষকরা তাদের কৃষিজমি ও বসতভিটা হারাচ্ছে।

সভায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের জন্য চলমান কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা সরকারী প্রভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে না করে, নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানভিত্তিক, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলকভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট দাবী জানানো হয়। সাথেসাথে রামপাল, তালতলি ও কলাপাড়ার সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্র বন্ধ করা এবং সুন্দরবনের ভেতরদিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য বহনকারী নৌযান চলাচল নিষিদ্ধের দাবীও সভায় তুলে ধরা হয়।

যুববাপা ও বাপা শাখা নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সভা

২৮জুলাই সন্ধ্যা ৭.৩০টায় 'যুববাপা' কমিটির সাথে বাপা আঞ্চলিক শাখার নেতৃবৃন্দের একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেন-এর অন্যতম সংগঠক, অধ্যাপক ড. মোঃ খালেকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,শরীফ জামিল, আলমগীর কবির, রাওমান স্মিতা সহ যুববাপা এবং বাপা শাখার নেতৃবৃন্দ।

সভায় 'যুববাপা'র কর্মকান্ড কিভাবে পরিচালিত হবে, সদস্য কিভাবে করা হবে শাখার সাথে কিভাবে কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত হবে এবং যুববাপাকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত পরার্মশ ও দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা হয়।

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৯শে জুলাই, ২০২১ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫:০০টায় "বাঘ দিবসে বাঘের গল্প" শীর্ষক বিশেষ ওয়েবিনার

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৯শে জুলাই, ২০২১ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫:০০টায় "বাঘ দিবসে বাঘের গল্প"শীর্ষক এক বিশেষ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা সভাপতি,সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল এর সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন, ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, বাপা'র বন, জীববৈচিত্র, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্বালানি বিষয়ক কমিটির, সহ-আহবায়ক, অধ্যাপক ড. মনিরুল হাসান খান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. এম এ আজিজ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মোহসীন-উল হাকিম, সিনিয়র সাংবাদিক, যমুনা টেলিভিশন, বেলায়েত সরদার, স্থানীয় বনজীবী, মোংলা, নূর আলম শেখ, পশুর রিভার ওয়াটারকিপার, নান্টুগাজী, ভিলেজ টাইগাররেসপন্স টিম, জয়মনি, মোংলা, আহাদ হায়দার, সাবেক সভাপতি, বাগেরহাট প্রেসক্লাব এবং অধ্যাপক গোলাম রহমান, সাবেক সভাপতি, বিআইপি।

সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন, সুন্দরবনে বাঘের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ নাই। সুন্দরবন বাঁচলে বাঘ বাচবে। বাঘ আমাদের সাহস, শক্তি ও সংস্কৃতির পরিচয়। এটিকে সংরক্ষণ করাও আমাদের দায়িত্ব। সরকার কখনও বাঘকে রক্ষায় গুরুত্ব দেয়নি। জাতীসংঘ সরকারদের একটি ক্লাবে পরিনত হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সেখানে জাতির আশা-আকাঙ্খার কোন মূল্যায়ন হয়না বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি সুন্দরবনকে বাঘের বসবাস উপযোগী করার দাবী জানান। ওয়বেনিারে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭২সালের সোহরাদ্দী উদ্যানে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ "আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করিনাই"এ কথা উল্লেখ করে সুলতানা কামাল বলেন, বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে সুন্দরবনকে "স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য" এ কথার মর্মার্থ অনুধাবনের আহ্বান জানান তিনি।

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বাঘের আবাস স্থল ও খাদ্য সরবারহ নিশ্চিত করার আহবান জানান। তিনি বলেন সুন্দরবনকে সুন্দরবনের মতো থাকতে দিন। সরকারের প্রতি সুন্দরবন এবং এর ভেতর বসবাসকারী জীববৈচিত্র্যের উপর অত্যাচার বন্ধ করার অনুরোধ করেন।

অধ্যাপক ড. মনিরুল হাসান খান বলেন, বাঘ আমাদের জাতীয় পরিচয়। বাঘ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। সাধারণ বাঘ মানুষকে দেখে দুরে চলে যায়। বাঘ এবং সুন্দরবন দেশের গর্বের বিষয় এই গর্বকে অক্ষুণ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।
অধ্যাপক ড. এম এ আজিজ বাঘকে বাঁচাতে হলে সুন্দরবনকে বাঁচানোর কোন বিকল্প নাই বলে মনে করেন। ইকোলজিক্যালি চিন্তা করলে সুন্দরবনকে দু'ভাগ করার কোন যুক্তি নাই। দুস্কৃতিকারীরা মাংসে বিষ মিশিয়ে বাঘ হত্যা করে থাকে। এটি সরকার বন্ধ করতে পারছে না। সুন্দরবনের বাঘের প্রধান খাদ্য হচ্ছে চিত্রা হরিণ। বনের চিত্রা হরিণও কমে যাচ্ছে বিভিন্ন কারনে। এ কানরে বাঘের খাদ্যের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নূর আলম শেখ বলেন, সুন্দরবনে দিন দিন বাঘের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। সুন্দরবনে বাঘের খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। সুন্দরবনকে ঘিরে অপরিকল্পিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নের কারনে বনে বাঘ বসবসাসের অনুপযোগী স্থান হিসেবে পরিনত হয়েছে। তিনি মনে করেন সুন্দরবন বাঁচলে বাঘ বাঁচবে।

মোহসীন-উল হাকিম বলেন, সুন্দরবন এবং এ বনের জীববৈচিত্র রক্ষায় সরকারের পক্ষ থেকে কোন শক্ত ভূমিকা নাই। তিনি বনবিভাগের নজরদারি বাড়ারোন প্রতি সরকারের নিকট আবেদন জানান।

আহাদ হায়দার বাঘ হত্যাকারিদের কঠোর শাস্তি দাবী জানান। একই সাথে তিনি সুন্দরবনের জীববৈচিত্র রক্ষার জোর দাবী জানান এবং প্রাকৃতিক বর্ম সুন্দরবন রক্ষায় সরকারকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

বেলায়েত সরদার বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা বর্ননা করেন। তিনি বলেন সুন্দরবন আমার জীবনের অংশ। তিনি সরকারের প্রতি সুন্দরবন এবং এর জীববৈচিত্র রক্ষার জোর আবেদন জানান।

সবার গল্পে বাঘ এবং সুন্দরবনের প্রতি স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়। আজকের ওয়েবিনারে সুন্দরবনে বিষদিয়ে মাছধরা, বাঘের সংখ্যা লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে অনেক কম বৃদ্ধি পাওয়া, বাঘ খাদ্যের অভাবে লোকালয়ে চলে আসা এবং সুন্দরবনের অদুরে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। ফেসবুকে এ অনুষ্ঠানটি প্রায় ৪০ হাজার মানুষ অবলোকন করেছেন যা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd